বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি ০২

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

- মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন ০২
- আন্তর্জাতিক সেমিনার ০৩
- শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ০৫
- জাতীয় সেমিনার ০৬

প্রশিক্ষণ

- বাংলা ভাষার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ ০৭
- ইনহাউজ প্রশিক্ষণ ০৯

গ্রন্থাগার ০৯

আর্কাইভ ০৯

উপভাষা বিষয়ক কর্মশালা

- ময়মনসিংহ বিভাগ ০৯

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী উদ্যোগের শোকেসিং ১০

নীতিমালা অনুমোদন ১১

প্রকাশনা ১১

সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প ১২
- বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কর্মসূচি ১২

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী ১৩

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পটভূমি

পৃথিবীর সকল মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এই অনন্য স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা ও বাঙালি জাতির ভাষা-আশ্রয়ী সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় আত্মদানকারী ভাষাশহিদদের ত্যাগ বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করে। এ ঘোষণা জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভাষিক সম্প্রদায়কে উজ্জীবিত এবং নিজেদের মাতৃভাষার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশে প্রেরণাদীপ্ত করে তুলেছে।

কানাডাপ্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুজাতিক ও বহুভাষিক সংস্থা 'মাতৃভাষা প্রেমিক গোষ্ঠী' *The Mother Language Lovers of the World* এ গৌরব অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলেই অর্জিত হয়েছে এ সাফল্য। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ মার্চ ২০০১ ঢাকার সেগুনবাগিচার ১/ক শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণিতে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি এ. আনানের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অতঃপর ২০১০ সালের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে তিনি নবনির্মিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভবন উদ্বোধন করেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অর্পিত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারসহ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অব্যাহতভাবে কাজ করে আসছে। ইতোমধ্যে এ ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউটের মর্যাদা পেয়েছে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ৪-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় প্রধান অতিথি হিসেবে এ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন। প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিপলস্ লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র চেয়ার প্রফেসর গনেশ এন দেবি। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘের রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর এবং ইউএনডিপি-র রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ মিজ মিয়া সেপো। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী।

২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অতিথিবৃন্দ

আন্তর্জাতিক সেমিনার

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনের ৪-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের ২য় দিন ২২ ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক সেমিনার। সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিল : *Mother Languages : Promotion and Preservation*। সেমিনার তিনটি অধিবেশনে বিন্যস্ত ছিল। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক ও ভাষাবিজ্ঞানী ড. রফিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ সোহরাব হোসাইন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। বিশেষ বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে—পিপলস লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র চেয়ার ড. গনেশ এন দেবী; অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে অবস্থিত মাদার ল্যাঙ্গুয়েজেস কনজারভেশন মুভমেন্ট ইনটারন্যাশনাল-এর চেয়ারপারসন নির্মল পাল এবং ইউনেস্কো, ঢাকা অফিসের হেড অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ-এর প্রতিনিধি মিজ সুন লি।

২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে বিশেষ বক্তব্য প্রদান করছেন
পিপলস্ লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র চেয়ার ড. গনেশ এন দেবি, পদ্মশ্রী

প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আ ফ ম দানীউল হক। শুরুতে ছিল সেমিনারে অংশগ্রহণকারী ও অতিথিবৃন্দের পরচিতিপর্ব। এ অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে ভারতের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. কৃষ্ণা ভট্টাচার্য (প্রবন্ধের বিষয় : *On Preparing Dictionaries for Endangerd Languages*) এবং নেপালের ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব লিঙ্গুইস্টিকস-এর হেড ড. দুবি নন্দ ধাকাল (প্রবন্ধ-শিরোনাম: *Documentation of the Mother Tongues in Nepal*)। প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে অনুষ্ঠিত হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে এ অধিবেশন শেষ হয়।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের শেষ অধিবেশনে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন
ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ড. কৃষ্ণা ভট্টাচার্য। এ পর্বে তিনটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। নেপালের ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অব লিঙ্গুইস্টিকস-এর প্রাক্তন হেড অধ্যাপক ড. দান রাজ রেগমি উপস্থাপন করেন *Preserving Endangered Languages of Nepal : Sustainable Use Model Perspective* শীর্ষক প্রবন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সিকদার মনোয়ার মুর্শেদ (সৌরভ সিকদার) উপস্থাপন করেন *Saving Languages, Saving Culture : The Preservation of Indigenous Languages in Bangladesh* শীর্ষক প্রবন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞানে বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমানের উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয় ছিলঃ *Strategies for Documenting Endangered Languages in Bangladesh*। উপস্থাপিত তিনটি প্রবন্ধের বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে অধিবেশন শেষ হয়। সেমিনারে আগত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। দিনব্যাপী সেমিনারের সঞ্চালনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক ড. মোঃ সাহেদুজ্জামান।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার তৃতীয় দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতায় ইউনেস্কো এএসপি-নেটভুক্ত স্কুল, ঢাকাস্থ অন্যান্য স্কুল, বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি হাইকমিশন/দূতাবাসসমূহের স্কুলগামী শিশু এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা অংশগ্রহণ করে। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের ছয়টি ক্যাটেগরিতে ভাগ করে প্রতিযোগিতার ফল পৃথকভাবে ঘোষণা করা হয়।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করছেন প্রধান অতিথি ড. অরুণা বিশ্বাস; পাশে সভাপতি অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী এবং প্রধান বিচারক চিত্রশিল্পী রফিকুন নবী

দুপুর ১টায় অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) ড. অরুণা বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য শিল্পী হাশেম খান। প্রতি গ্রুপের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীর হাতে পুরস্কারের ক্রেস্ট, সনদপত্র ও বই তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী সকল শিশুকে বই ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

জাতীয় সেমিনার

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপনের ৪-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের ৪র্থ দিন ২৪ ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সেমিনার। সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিল—*মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত*। সেমিনার তিনটি অধিবেশনে বিন্যস্ত ছিল। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ও কবি হাবীবুল্লাহ সিরাজী। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) জাবেদ আহমেদ ও অতিরিক্ত সচিব (আইন) মোঃ মাহবুব-উল-ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী। বিশেষ বক্তব্য প্রদান করেন ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের হেড অ্যান্ড রিপ্রেজেনটেটিভ-এর প্রতিনিধি মিজ সুন লি।

২৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান

প্রথম অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আ ফ ম দানীউল হক। এ অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। রাঙ্গামাটির ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও ভাষা গবেষক সুগত চাকমা উপস্থাপন করেন *পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষিক পরিস্থিতি এবং চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা ভাষায়*

শিক্ষাদানের উদ্যোগ শীর্ষক প্রবন্ধ। বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য সংসদের সভাপতি এ কে শেরাম-এর উপস্থাপিত প্রবন্ধের বিষয় ছিল : *মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা—বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত : মণিপুরী বা মৈ তৈ ভাষা*। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব ও সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব ইংলিশ অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ-এর প্রফেসর ফেরদৌস আজিম। এ অধিবেশনেও দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। পাত্র সম্প্রদায় কল্যাণ পরিষদ (পাসকপ)-এর নির্বাহী প্রধান এবং বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সদস্য গৌরাঙ্গ পাত্র উপস্থাপন করেন *মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা—বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত : লালেং/পাত্র জনগোষ্ঠী* শীর্ষক প্রবন্ধ। জাতীয় আদিবাসী পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুভাষ চন্দ্র হেমব্রম-এর প্রবন্ধ-শিরোনাম ছিল: *মাতৃভাষায় শিক্ষা : সাঁওতাল শিশু প্রসঙ্গ*। প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারগণ। পরিশেষে ছিল সভাপতির বক্তব্য।

জাতীয় সেমিনারের তৃতীয় ও শেষ অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌরভ সিকদার। এ অধিবেশনে দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। বাংলাদেশ মণিপুরী সাহিত্য পরিষদ (কমলগঞ্জ)-এর সভাপতি ও অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক রণজিৎ কুমার সিংহ উপস্থাপন করেন *মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা—বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত : মণিপুরী ভাষা প্রসঙ্গ* শীর্ষক প্রবন্ধ। সর্বশেষ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন হাজং-মাতা রাশিমনি কল্যাণ পরিষদ-এর সভাপতি ও অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মতিলাল হাজং। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল : *হাজং ভাষার রীতিমালা*।

অতঃপর ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জীনাত ইমতিয়াজ আলী উপস্থিত অতিথি, প্রবন্ধকার ও অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, 'আপনারা সবাই অনেক ধৈর্য নিয়ে এ সেমিনারের সবগুলি অধিবেশনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন। এখানে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা তাদের ভাষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। বিশেষজ্ঞগণ তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। আপনাদের মতামত, আগ্রহ পরামর্শকে আমরা সম্মান জানাই। আপনাদের পরামর্শ ও মতামত আমরা লিখিত ও মৌখিকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন করব'। সবশেষে তিনি দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সেমিনারে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক ড. মোঃ ইলতেমাস।

প্রশিক্ষণ

বাংলা ভাষার ব্যবহার শীর্ষক প্রশিক্ষণ

'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ০২ (দুই)-টি ব্যাচে ৬১ (একষট্টি) জন প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১৮-২১ মার্চ ২০১৯ অনুষ্ঠিত (২১তম ব্যাচের) প্রশিক্ষণে
ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

'সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ০২ (দুটি)-টি ব্যাচে ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নৃ-গোষ্ঠীয় শিক্ষকদের পাঠদান প্রক্রিয়ায় প্রমিত বাংলাভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ০১ (এক)-টি ব্যাচে ৩০ (ত্রিশ) জন প্রধান শিক্ষক/সহকারী শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১২-১৬ মে ২০১৯ অনুষ্ঠিত (২৩তম ব্যাচের) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীয় শিক্ষকবৃন্দ

ইনহাউজ প্রশিক্ষণ

আমাই কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা', 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সরকারি বিধি-বিধান' বিষয়ক ৩ (তিন)-টি ব্যাচে মোট ৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গ্রন্থাগার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৫ম তলায় স্থাপিত হয়েছে বিশেষায়িত গ্রন্থাগার। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারের শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গ্রন্থাগারে 'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' এবং 'একুশে কর্নার' স্থাপন করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে স্থাপিত
'বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' ও 'একুশে কর্নার'

আর্কাইভ

ইনস্টিটিউটের ৬ষ্ঠ তলায় বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ স্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আর্কাইভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

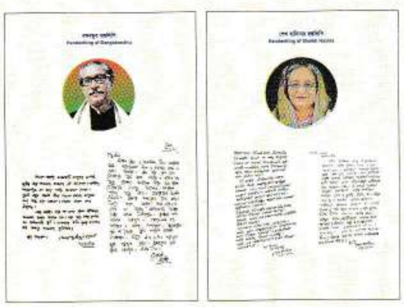

বিশ্বের লিখন-বিধি আর্কাইভ-এ প্রদর্শিত
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র হস্তলিপি

উপভাষা বিষয়ক কর্মশালা

ময়মনসিংহ বিভাগ

বাংলাদেশের বাংলা উপভাষা সংরক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ইনস্টিটিউটের তত্ত্বাবধানে এবং ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের আয়োজনে ১২ জুন ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়

"ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপভাষা : রূপবৈচিত্র্য অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক কর্মশালা। বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) মাহমুদ হাসান। সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) নিরঞ্জন দেবনাথ। বিশেষ অতিথি ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও যুগ্মসচিব কামাল উদ্দিন। তিনি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মশালার কৌশলপত্র পাঠ করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক ড. মোঃ ইলতেমাস।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করছেন
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (যুগ্মসচিব) কামাল উদ্দিন

ময়মনসিংহ বিভাগের ৪টি জেলা থেকে আগত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, লেখক, গবেষক, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, সংস্কৃতিকর্মী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, উপভাষা বিশেষজ্ঞ এবং মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী উদ্যোগের শোকেসিং

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের আয়োজনে ২৮ মে ২০১৯ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী উদ্যোগের শোকেসিং। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার বিভিন্ন কর্মকর্তার মোট ৩২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ এ কর্মশালায় প্রদর্শিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি.। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. সোহরাব হোসাইন।

শোকেসিং কার্যক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উদ্ভাবনী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাফল্য তুলে ধরেন অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) ড. অরুণা বিশ্বাস। অতিথিবৃন্দ উদ্ভাবনী উদ্যোগের স্টলসমূহ ঘুরে দেখেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পক্ষে দুটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ প্রদর্শন করা হয় : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইশারা ভাষায় অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমে প্রকাশনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র 'ভালোবাসি মাতৃভাষা' প্রবন্ধের ব্রেইল প্রকাশনা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রদর্শনী পরিদর্শন করছেন
প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি. ও অতিথিবৃন্দ

নীতিমালা অনুমোদন

মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে বিশেষ অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক পদক প্রদানের লক্ষ্যে ২৪ জুন ২০১৯ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা, ২০১৯'-এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রতি দুই বছরে এই পদক দেওয়া হবে। জাতীয় ক্ষেত্রে দুটি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুটি পদক দেয়া হবে। পদকের মূল্যমান ধরা হয়েছে জাতীয় ক্ষেত্রে চার লাখ টাকা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার ডলার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষা সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, বিকাশ, চর্চা, প্রচার, প্রসারের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালকের নেতৃত্বে একটি বাছাই কমিটি থাকবে। মনোনয়ন কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী। একুশে ফেব্রুয়ারিকে সামনে রেখে এই পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রকাশনা

- *Mother Language* (ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গবেষণা পত্রিকা) : বর্ষ-২, সংখ্যা-১, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮
- *মাতৃভাষা পত্রিকা* (বাংলা জার্নাল) : বর্ষ ৪, সংখ্যা-১, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

- *মাতৃভাষা বার্তা*, বর্ষ-৫, সংখ্যা-২, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮
- *মাতৃভাষা বার্তা*, বর্ষ-৫, সংখ্যা-৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮
- *মাতৃভাষা বার্তা*, বর্ষ-৬, সংখ্যা-১ ও ২, জানুয়ারি-জুন ২০১৯
- *IMLI Newsletter*, বর্ষ-৫, সংখ্যা-২, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮
- *স্মরণিকা* : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৯, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯
- ব্রেইল প্রকাশনা: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'ভালোবাসি মাতৃভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ, জানুয়ারি ২০১৯
- ইশারা ভাষায় অডিও-ভিজুয়াল প্রকাশনা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, জানুয়ারি ২০১৯
- ময়মনসিংহ অঞ্চলের উপভাষা : রূপবৈচিত্র্য অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও সম্ভাবনা বিষয়ক কর্মশালার প্রতিবেদন, জুন ২০১৯
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট *ব্রশিউর*, জুন ২০১৯

সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ৩০ জুন ২০১৮ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটির আওতায় ৪র্থ তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সাজ-সজ্জার কাজসহ লাইব্রেরি অটোমেশন, ভাষা-জাদুঘর ও আর্কাইভ ডিজিটাইজেশনের কাজ শেষ হয়েছে।

বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা কর্মসূচি

বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে। ১০ খণ্ড প্রতিবেদনের ১ম খণ্ড মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২য় খণ্ডের সম্পাদনা ও প্রুফ সংশোধনের কাজ চলছে। বাকি খণ্ডগুলোর পাণ্ডুলিপি পরামর্শকদের নিকট থেকে প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় বিবরণী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ বিভাজন	অর্থছাড় (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ কিস্তি)	জুলাই/১৮ থেকে জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	অবশিষ্ট (অব্যয়িত)
১	২	৩		৪	৬
৩৬৩১	আবর্তক অনুদান				
৩৬৩১১০১	বেতন বাবদ সহায়তা:				
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার) অফিসারদের বেতন	৬০০০০০০.০০	৬০০০০০০.০০	৫১৪৮০০৩.০০	৮৫১৯৯৭.০০
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী) কর্মচারীদের বেতন	২০০০০০০.০০	২০০০০০০.০০	১৫৮১৩৬০.০০	৪১৮৬৪০.০০
৩৬৩১১০১	মোট বেতন বাবদ সহায়তা:	৮০০০০০০.০০	৮০০০০০০.০০	৬৭২৯৩৬৩.০০	১২৭০৬৩৭.০০
৩৬৩১১০২	ভাতাদি বাবদ সহায়তা:		০.০০		০.০০
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা (ভাতাদি)	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৩৬০০০.০০	৬৪০০০.০০
৩১১১৩০৬	শিক্ষা ভাতা (ভাতাদি)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৯১০০০.০০	১০৯০০০.০০
৩১১১৩১০	বাড়ীভাড়া ভাতা (ভাতাদি)	৪০০০০০০.০০	৪০০০০০০.০০	৩৫১২১৭৪.০০	৪৮৭৮২৬.০০
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা (ভাতাদি)	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৩০১৪০০.০০	১৯৮৬০০.০০
৩১১১৩১২	মোবাইল/ সেলফোন ভাতা (ভাতাদি)	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৫৮৪০০.০০	৪১৬০০.০০
৩১১১৩১৩	মোটরযান রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা	১৫০০০০০.০০	১৫০০০০০.০০	১২২৫০০০.০০	২৭৫০০০.০০
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা (ভাতাদি)	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	২৪০০০.০০	৭৬০০০.০০

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ বিভাজন	অর্থছাড় (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ কিস্তি)	জুলাই/১৮ থেকে জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	অবশিষ্ট (অব্যয়িত)
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা (ভাতাদি)	১২০০০০০.০০	১২০০০০০.০০	১০১৪৬২০.০০	১৮৫৩৮০.০০
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা (ভাতাদি)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০৯৬৪০.০০	৯০৩৬০.০০
৩১১১৩৩১	আপ্যায়ন ভাতা (ভাতাদি)	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	২৩৩৪০.০০	৭৬৬৬০.০০
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা (ভাতাদি)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১১৪৯৭৪.০০	৮৫০২৬.০০
৩১১১৩৩৮	অন্যান্য ভাতা (ভাতাদি)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৭৬৩৮৪.০০	১২৩৬১৬.০০
৩৬৩১১০২	**মোট ভাতাদি বাবদ সহায়তা:**	**৮৪০০০০০.০০**	৮৪০০০০০.০০	**৬৫৮৬৯৩২.০০**	১৮১৩০৬৮.০০
৩৬৩১১০৩	**পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা:**		০.০০		০.০০
৩১১১৩২৭	অতিরিক্ত সময়ে কাজের ভাতা	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	২৩৭৬৫৪.০০	৬২৩৪৬.০০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন খরচ (প্রশাসনিক ব্যয়)	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১১৮২২৩.০০	৩১৭৭৭.০০
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (প্রশাসনিক ব্যয়)	৫০০০০০০.০০	৫০০০০০০.০০	৩৪৮৩৯৭৯.০০	১৫১৬০২১.০০
৩২১১১১১	সেমিনার এবং কনফারেন্স ব্যয় (প্রশাসনিক ব্যয়)	৯০০০০০.০০	৯০০০০০.০০	৬২৪৯৫০.০০	২৭৫০৫০.০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ (প্রশাসনিক ব্যয়)	৩০০০০০০.০০	৩০০০০০০.০০	২২৭৩৮০৩.০০	৭২৬১৯৭.০০
৩২১১১১৫	পানি (প্রশাসনিক ব্যয়)	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	১৫০৯৪০.০০	৩৪৯০৬০.০০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/ টেলেক্স (প্রশাসনিক ব্যয়)	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	১৯৯৮৯৭.০০	১০০১০৩.০০
৩২১১১২০	টেলিফোন (প্রশাসনিক ব্যয়)	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৫১০৬০.০০	৪৮৯৪০.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (প্রশাসনিক ব্যয়)	৩৫০০০০.০০	৩৫০০০০.০০	২০৮২৬৩.০০	১৪১৭৩৭.০০

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ বিভাজন	অর্থছাড় (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ কিস্তি)	জুলাই/১৮ থেকে জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	অবশিষ্ট (অব্যয়িত)
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী (প্রশাসনিক ব্যয়)	৫০০০০০.০০	৫০০০০০.০০	৪৩৬৭৫৭.০০	৬৩২৪৩.০০
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	৭৮৬৮৩০.০০	১৩১৭০.০০
৩২১১১৩০	যাতায়াত ব্যয়	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	০.০০	৫০০০০.০০
৩২৩১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৩০০০০০০.০০	৩০০০০০০.০০	২০৩৩৭৮৫.০০	৯৬৬২১৫.০০
৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয় (অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ও বদলি)	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১১১২৬৯.০০	৮৮৭৩১.০০
৩২৪২১০১	বৈদেশিক ভ্রমন ব্যয় (বৈদেশিক ভ্রমণ ও বদলি)	৭০০০০০০.০০	৭০০০০০০.০০	৩৭৭২১২০.০০	৩২২৭৮৮০.০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল অ্যান্ড লুব্রিক্যান্ট (পেট্রোল, ওয়েল অ্যান্ড লুব্রিক্যান্ট)	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	২৬৬১০০.০০	৩৩৯০০.০০
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি (পেট্রোল, ওয়েল অ্যান্ড লুব্রিক্যান্ট)	৪৫০০০০.০০	৪৫০০০০.০০	৩৮৪৭৫৯.০০	৬৫২৪১.০০
৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী (মুদ্রণ ও মনোহারি)	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	৮২১৩০০.০০	১৭৮৭০০.০০
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই (মুদ্রণ ও মনোহারি)	২৪০০০০.০০	২৪০০০০.০০	২৩৯৭৬০.০০	২৪০.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনোহারি (মুদ্রণ ও মনোহারি)	৭০০০০০.০০	৭০০০০০.০০	৬৯৯৮৯৫.০০	১০৫.০০
৩২৫৭১০৩	গবেষণা (পেশাগত সেবা)	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১০৫১৮০.০০	৪৪৮২০.০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী /পারিতোষিক	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৩৪৪০০.০০	৬৫৬০০.০০
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি (বিশেষ ব্যয়)	৬৫০০০০০.০০	৬৫০০০০০.০০	৫৭৩৮৫৫১.০০	৭৬১৪৪৯.০০
৩২৫৮১০১	মটরযান (মেরামত ও সংরক্ষণ)	২৫০০০০.০০	২৫০০০০.০০	২১৪২৬১.০০	৩৫৭৩৯.০০

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ বিভাজন	অর্থছাড় (১ম+২য়+৩য়+৪র্থ কিস্তি)	জুলাই/১৮ থেকে জুন/১৯ পর্যন্ত ব্যয়	অবশিষ্ট (অব্যয়িত)
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার (মেরামত ও সংরক্ষণ)	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	২৮৮৩০.০০	৭১১৭০.০০
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জাম (মেরামত ও সংরক্ষণ)	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৩১২০০.০০	১৮৮০০.০০
৩৮২১১০২	ভুমি উন্নয়ন কর (অন্য বিবিধ ব্যয়)	৫০০০০.০০	৫০০০০.০০	৬১৮০.০০	৪৩৮২০.০০
৩৮২১১০৩	পৌর কর (অন্য বিবিধ ব্যয়)	১৬১০০০০.০০	১৬১০০০০.০০	১৬০৬৮০৬.০০	৩১৯৪.০০
৩৬৩১১০৩	**মোট পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা:**	**৩৩৭৫০০০০.০০**	৩৩৭৫০০০০.০০	**২৪৭৬৬৭৫২.০০**	৮৯৮৩২৪৮.০০
৩৬৩১১০৭	**বিশেষ অনুদান:**		০.০০		০.০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম	৮০০০০০.০০	৮০০০০০.০০	৬৬৩০০০.০০	১৩৭০০০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৯৬১০০.০০	৩৯০০.০০
৩৬৩১১০৭	মোট বিশেষ অনুদান:	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	৮৫৯১০০.০০	১৪০৯০০.০০
৩৬৩১১৯৯	অন্যান্য অনুদান:		০.০০		০.০০
৩৬৩১১০৫	সম্মানী বাবদ ও সহায়তা (সধারণ অনুদান)	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	০.০০	১৫০০০০.০০
৩৬৩১১৯৯	**মোট অন্যান্য অনুদান:**	**১৫০০০০.০০**	১৫০০০০.০০	**০.০০**	১৫০০০০.০০
	সর্বমোট আবর্তক অনুদান:	**৫১৩০০০০০.০০**	**৫১৩০০০০০.০০**	**৩৮৯৪২১৪৭.০০**	**১২৩৫৭৮৫৩.০০**

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)

ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ ইনস্টিটিউট

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০